

হমৈবতী

অসুরগণকে পরাজয় করবার পর দেবতাদের অহংকার হল য়ে এই বজিয় তাদরে। সেই সময় এক জ্যোতি তাদরে নকিট দর্শন দলিনে বদে একে " ব্রহ্মের আবর্জিতাব" নামে বর্ণনা করছেন। যাকে দেবতাগণ অনেকে চেষ্টা করেও জানতে পারলেন না। সেই সময় সেই স্থানে এক " শক্তিমূর্তি" আবর্জিতা হলেন এবং দেবতাদের সাথে সেই শক্তিমূর্তির কথোপকথন হল। বদে সেই শক্তিমূর্তির নাম " হমৈবতী" বলছেন।

মরুদণ্ডের মধ্যস্থতি সুষুম্নার মধ্যে সুশীতল হমিপ্ৰদশে রয়েছে। ব্রহ্ম নাড়ী এই প্ৰদশে অবস্থান করেন। এই হমিপ্ৰদশেস্থতি ব্রহ্ম নাড়ীর সগুণ অবস্থায় হল " হমৈবতী"। ব্রহ্ম নরিগুণ, তাই দেবতাগণ তাকে জানতে পারেনি। " হমৈবতী" সগুণ, তাই তাকে জানা যায়। ষট্ চক্রে কুণ্ডলিনী জাগরণ, সুষুম্না, বজ্রা, চিত্রিনী ইত্যাদি প্ৰধান নাড়ীগণ রয়েছেন, যা অত্যন্ত গোপনীয় গুরুগম্য বিষয়। এসব অন্ত যোগপথে সাধক/ সাধিকা মাত্রকেই সাধনা করতে হয়। এই সব মর্ম ও গ্রন্থি ভেদে করবার পর ব্রহ্ম নাড়ীর আশ্রয় পাওয়া যায়। এটাই হল যোগ ও ব্রহ্মবদ্যার শ্রেষ্ঠ সাধনা। " হমৈবতী" দেবতাগণকে বুঝিয়েছিলেন য়ে তোমরা এ বজিয়ে অহংকার করো না, অসুরবাদের বরিদ্ধে বজিয় ব্রহ্মেরই সনাতন ন্যিম। তোমরা সেই ন্যিম বুঝে বিশ্বেরে কল্যাণ কর। এই ন্যিমেরে অনুকূল হয়ে কর্ম করায় হলো 'কর্মযোগ'।

কর্ম সকলকেই করতে হয়। দুর্বলবাদী এবং অসুরবাদীরাও কর্ম করেন, কিন্তু সেটাকে কর্ম যোগ বলা যায় না। সেই সমস্ত কর্মকে দুষ্কর্ম অনুষ্ঠান বলা হয়।

শুধু চক্র মর্মভেদে করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যোগ নয়। সেই ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রতীষ্ठा করা, ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করা, সৃষ্টির কল্যাণ সাধনে উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধিতে পালনে যুক্ত থাকা এবং অসুর ও দুর্বলবাদকে ধ্বংস করা কে যোগ বলা হয়।

শ্রীমৎ ভাগবত গীতা তে এইরূপ যোগই 'কর্মযোগ' নামে স্থান পেয়েছে।